৬ক : গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাম্রাজ্যবাদঃ
শ্যালোমের তৃতীয় শাস্তি!

মিঃ খান ভালো কথা মনে করিয়েছেন আমাদের। বুশ সর্বত্র গাইছেন আমেরিকা ইরাকে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এত এত বিলিয়ন ডলার খরচ করছে! ইরাকে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমেরিকান রক্তের দাম নেই? সাদ্দামের মতন রক্তলোলুপ ডিক্টেটরের স্বৈরাচার থেকে মুক্ত করার কোন কৃতিত্বই কি আমেরিকা দাবী করতে পারে না? অতি উত্তম। প্রশ্ন উঠছে, গনতন্ত্রের জন্য প্রাণ যদি এতই কাঁদে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের বাকী দেশগুলিতে রাজতন্ত্রের অভিভাবকত্ব করতে আমেরিকার এত উৎসাহ কেন? মিঃ খান জানালেন, মধ্যপ্রাচ্যে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, সবদেশে ইরাণীয় ইসলামিক গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। এটি খাঁটি সত্য কথা। কিন্তু সে তো ইরাকেও ইসলামিক গনতন্ত্র কায়েম হবে! সময়ের অপেক্ষা! শুধু ইরাককে কেন বাছা হল?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের জানতে হবে আমেরিকার বিদেশনীতিতে গনতন্ত্রের সংজ্ঞা কি? শ্যালোম জানাচ্ছেন, এই সংজ্ঞা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক গনতন্ত্র। বা শুধু ধনতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক গনতন্ত্র তাহলে কি গনতন্ত্র নয়? আসলে ১৯৫৩ সালে ইরানের মহম্মদ মোসাদেক থেকে, ২০০৩ সালে সাদ্দাম হুসেনের গল্পটা একই থেকে গেছে! মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তেল এবং গ্যাস সম্ভারের জাতীয়করন চলবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বৃটীশ এবং আমেরিকান তেল কোম্পানীগুলির প্রথম সমস্যা ছিল, তাদের স্বার্থ রক্ষা কি ভাবে হবে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে ১৯৫৩ সালে ইরানের গনতান্ত্রিক মোসাদেক সরকার, গনভোটে সিদ্ধান্ত নেয় ইরাণের তৈলকূপগুলির জাতীয়করন করা হবে। প্রমাদ গোনে ইরাণের ৮৮% তৈলকূপের মালিক বৃটীশ ওয়েল কোম্পানী (British Petrolium)। এমন নয় বৃটেনকে খুশী রাখার চেস্টা করেন নি মোসাদেক। প্রস্তাব ছিল, ক্ষতিপুরন বাবদ বৃটেনকে, জাতীয় তৈলকুপগুলির লাভের ২৫% দেওয়া হবে। ক্ষতিপুরন দিয়ে জাতীয়করন আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত। আমেরিকান সংবিধানেও জাতীয়করনের পূর্ণ স্বাধীনতা গনতান্ত্রিক সরকারের আছে।

বৃটেন কাল বিলম্ব না করে ইরাণিয়ান আসেট ফ্রীজ করে এবং ইরাণের উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। শুরু হয় CIA এবং M6 এর যৌথ মিশন-Operation Ajax। মোসাদেক সরকারের পতন ঘটিয়ে রেজা পল্লবীর শাহ রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে CIA। ১৯৫৩ সালের ৬ ই আগস্ট এই ঘটনার বিবরন দিতে New York Times লিখছেঃ

Underdeveloped countries with rich resources now have an object lesson in the heavy cost that must be paid by one of their number which goes berserk with fanatical nationalism. It is perhaps too much to hope that Iran's experience will prevent the rise of

Mossadeqs in other countries, but that experience may at least strengthen the hands of more reasonable and more far-seeing leaders."

(মানেটা দাঁরাচ্ছে এই, তৃতীয় বিশ্বের প্রাকিতিক সম্পদে পরিপূর্ণ দেশ গুলিতে দ্বায়িত্ববান সরকারের বরই অভাব-দেশজ সম্পদের জাতীয়করন কান্ড জ্ঞানহীন কাজ !!)

দেশজ প্রাকৃতিক সম্পদের জাতীয়করন ভালো না খারাপ, তা নিয়ে খোলা মনে চিন্তা করা দরকার।

আমি এই ব্যাপারে আমেরিকা বনাম ব্রাজিলের তুলনা করব। দুটি দেশের আয়তন, লোক সংখ্যা এবং প্রাকিতিক সম্পদ প্রায় সমান। আমেরিকার ৮০% পেট্রোলিয়াম আসে শেল, শেভরন, এস্কন মোবিল ইত্যাদি বহুজাতিক কোম্পানীর কাছ থেকে। ব্রাজিলের তৈল সম্পদের ১০০% ন্যাশানাল কোম্পানী পেট্রোবাসের হাতে। পেট্রোবাস, এক্সন , শেল সবাই আমাদের কাস্টমার। পেট্রোবাসে আমার খুব ভালো বন্ধু আছেন। তাই আমার আলোচনা করা সুবিধা হবে।

এক বারেল তেলের উৎপাদনে পেট্রোবাসের খরচ শেভরনের প্রায় আড়াই গুন। এর কারণ সম পরিমান তেলের উৎপাদনে পেট্রোবাসের প্রায় ছয় গুন লোক লাগে। এছারাও জাতীয় কোম্পানী হওয়ায় পেট্রোবাস ব্রাজিলের পরিবেশ রক্ষায় এবং শিক্ষাখাতে প্রচুর সাহায্য দেয় (রিও শহরের পরিবেশ রক্ষার একটা বড় খরচ পেট্রবাস দিয়ে থাকে)।

অন্যদিকে আমেরিকান কোম্পানীগুলি খুবই অটোমেটেড-খুব কম লোকে বেশী উৎপাদন দিয়ে থাকে। পরিবেশ রক্ষার জন্য প্লান্টের মধ্যে নুন্যতম সরকারী গাইডলাইন মেনে চলে। আর কোন সামাজিক দ্বায়িত্ব নেই। তেলের দাম বেশী করার জন্য, গত দশ বছরে, নতুন কোন রিফাইনারী ক্যালিফোর্নিয়ায় তৈরী হয় নি।

নীট ফল হচ্ছে, ব্রাজিলে তেলের দাম আমেরিকার প্রায় দ্বিগুন এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত। আমেরিকায় তেলের দাম জানতে ঘুমচোখে অফিসে যাওয়ার আগে, বাড়ীর কাছের গ্যাস স্টেশনে দৃস্টিপাত করি! প্রতিদিনই বদলাচ্ছে!

যদি সামাজিক বন্টন আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে পেট্রোবাসের জাতীয়করন মডেল আমাদের কাম্য। কারণ, লাভ করা এখানে উদ্দেশ্য নয়- লোকেদের চাকরী দেওয়া, পরিবেশ এবং শিক্ষার দ্বায়িত্ব ইত্যাদি মুখ্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে দেশজ সম্পদের জাতীয়করনে কোন লাভ নেই। এতে তেল গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পাবে, উদবৃত্ত শ্রম কমে যাবে এবং নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। যেটা ব্রাজিলের হয়েছে। এবং সমান সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা আমেরিকার অনেক পেছনে।

তবে জাতীয়করন না করার বিকল্প কিন্তু বিদেশী পুঁজির হাতে দেশের খনিজ সম্পদ তুলে দেওয়া নয়। দেশী পুঁজির হাতেই দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ভার থাকা উচিত। নইলে ইতিহাস বলছে অন্তত ১৭টা উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে

বিদেশী তেল কোম্পানীর পেছন ধরে CIA পুতুল সরকার বানিয়েছে!

গল্প এখানেই শেষ হয় নি। নতুন গল্পের সূচনা হয়েছে ভেনেজুয়েলার হুগো শাভেজের নব-সমাজতন্ত্রে। শাভেজ ভেনেজুয়েলার তৈল সম্পদের জাতীয়করন করেছেন। কিন্তু তার জাতীয় কোম্পানীর মডেল অন্যরকম। কোম্পানীর ম্যাজেনমেন্টে একদম নীচু থেকে ওপরতলার লোক আছেন। ফল হচ্ছে এই যে, শ্রমিকরাই শ্রমিকদের মাইনে কমাচ্ছেন-ছাঁটাই করছেন। যেমনটি প্রয়োজন। বেশ লাভে চলছে ভেনেজুয়েলার জাতীয় তেল কোম্পানী PDVSA (২০০৪ সালে রেকর্ড ৫০০ মিলিয়ান ডলার ডিভিডেন্ট !)। তবে, আমাদের আরও এক দশক অপেক্ষা করতে হবে। এটা বুঝতে যে, এই নব-সমাজতন্ত্র আরেক সমাজতান্ত্রিক ধাপ্পাবাজি না সত্যিই কিছু আছে (*শাভেজ যেভাবে যীশুখৃস্টকে শ্রেষ্ঠ সমাজ বিপ্লবী বলছেন তাতে ইসলামিক বা বৈদিক সমাজতন্ত্রের ধাপ্পাবাজিই শুধু ভেসে ওঠে*)।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে (১৭ ই সেপ্টেমবর,০৫), শাভেজ জানালেন, তিনি শীঘ্রই সমগ্র বিশ্বকে প্রমানসহ জানাবেন আমেরিকা কি ভাবে তাকে মারার চেস্টা করছে!

বিদেশনীতির গনতন্ত্র তাহলে কি?

বোঝা খুব সহজ। গনতন্ত্র প্রেম, কমুনিজম বিদ্বেশ সবটাই ধাপ্পাবাজি। প্রেম একটাই সেটা ব্যবসার। কমুনিউস্ট চীন বা ভিয়েতনামের ডলার প্রেম আছে, ব্যবসা চলছে ভালো, এতেব বিড়ালের লাল রঙে কি যায় আসে! আবার ১৯৭৩ সালে চিলির গনতান্ত্রিক সালভেদর আলেন্দো সরকারকে উৎখাত করে CIA মদত পুস্ট জেনারেল আগুস্টো পিনোচেট। সাদ্দামতো তাও ডিক্টেটর ছিলেন -মানা গেল। সালভেদর সরকার পুরোদস্তুর গনতান্ত্রিক। কিসিঞ্জারের কাছে কৈফয়ত চাইলে, তিনি বললেন আরে চোখের সামনে একটা দেশ কমুনিউস্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা দেখা যায়! তাতে সেই দেশের গনতন্ত্র জলে গেলে যাক। সালভেদর সরকারের সাথে কম্যুনিউজমের কোন গন্ধ ছিল না বলাই বাহুল্য। তেলের জাতীয়করন করলেই সেই দেশ কমুনিউস্ট! শ্যালম বলছেন ১৯৬০-৭০ য়ে পূর্ব ইউরোপে আমেরিকাকে ব্যবসা করতে দিলেই ঠান্ডাযুদ্ধ শেষ হয়ে যেত-কমুনিজমও একবিংশ শতাব্দীতে টিকে যেত! যতক্ষন আমেরিকাকে ব্যবসা করতে দেওয়া হচ্ছে গনতন্ত্র, রাজতন্ত্র, কমুনিজম, সমাজতন্ত্র, ইসলামিক গনতন্ত্র , আমেরিকার কাছে সবই এক। বিড়ালের আসল রং ধনতন্ত্র! মোরক দিতে হয় গনতন্ত্রের না হলে ইজ্জত থাকে না!

শতাব্দীর শুরুতে ফিলিপিনস (১৮৯৮):

ফিলিপিনস আগ্রাসনের আগে সেনেটে বিতর্ক হচ্ছে! সাম্রাজ্যবাদী সেনেটর হেনরী কোবট লজ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন :

If justice requires the consent of the governed, "then our whole past record of expansion is a crime" -- which obviously can't be true. So therefore, it's okay to take the Philippines.

(অর্থাৎ সংবিধানের গনতন্ত্র নিয়ে অত ভাবার কি আছে? রেড ইন্ডিয়ানদের মেরে ধরে তাড়ানোর সময়, আমরাই কি সেটা মেনেছি নাকি?)

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সেনেটর আলবার্ট বেভারেজ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন

'don't we believe in the Declaration of Independence? Doesn't that document say that all men are created equal and all that kind of stuff? How could we be colonizing the Philippines?

(আমরা সত্যিকি আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রে বিশ্বাস করি? সত্যিকি ভাবি সব মানুষ সমান? তাহলে ফিলিপিনসে উপনিবেশ স্থাপনের কথা মাথায় আসে কি ভাবে?)

"you, who say the Declaration applies to all men, how dare you deny its application to the American Indian? And if you deny it to the Indian at home, how dare you grant it to the Malay abroad?"

(এই ঘোষনাপত্র যদি সব মানুষের জন্যই হয়, তাহলে রেড ইন্ডিয়ানরা কি ফাও? দেশে রেড ইন্ডিয়ানরাই যদি স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র থেকে বঞ্চিত, তাহলে বিদেশী ফিলিপিনোদের ভরসাস্থল কি?)

এক শতাব্দী পার হয়ে গেল। সেনেটর বিভারেজের সুরে আমরা আবারো প্রশ্ন করি

' স্বাধীনতা ঘোষনাপত্র আমেরিকার নিজভূমিতে পূণ্য এবং আরাধ্য বুঝলাম। কিন্তু এই স্বাধীনতার ঘোষনা কি শুধুই আমেরিকানদের জন্য? সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়?'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফ্রান্স, ইটালী এবং পেরু (১৯৪৬-৫০):

১৯৪৬ সালে ফ্রান্সে যুদ্ধোত্তর প্রথম নির্বাচন হয়। প্রতিদ্বন্দী ছিল, ফ্রান্সের সোসালিস্ট এবং কমুনিউস্ট পার্টি। মার্শাল প্লানের টাকা (আমেরিকার ইউরোপ পুনর্গঠন তহবিল) সোসালিস্ট পার্টিকে দেওয়া হয়। রাশিয়া টাকা ঢালে কমুনিউস্ট পার্টিতে। সোসালিস্ট পার্টির ফেলিক্স গুন ক্ষমতায় আসেন । টাকা দেওয়ার শর্ত ছিল, ভিয়েতনামের উপনিবেশ টিকিয়ে রাখতে হবে। আবার এটও ঠিক, ফ্রান্সে কমুনিউস্ট সরকার গঠনের চেস্টা চিরাকালের জন্য বন্ধ হয়।

ইটালীতে আমেরিকা খ্রীস্টান ডেমোক্রাটিক পার্টিকে অর্থ দিয়ে সমর্থন করে। এখানে সোসালিস্ট বা কমুনিউস্ট, কাওকেই আমেরিকার পছন্দ হয় নি।

১৯৪৬ সালে পেরুতে মুক্ত নির্বাচন হয়-বামপন্থী APRA পার্টি ক্ষমতায় আসে। ল্যাটিন আমেরিকায় রাশিয়ার কোন চ্যালাই তখন কাম্য নয় আমেরিকার। এতেব

CIA এর মদত পুস্ট ম্যানুয়েল ওড্রিয়া ক্ষমতা দখল করে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন (১৯৪৭)। নিজস্বার্থে গনতন্ত্রকে আরেকবার বলিদান দিল আমেরিকা।

উদাহরন দিলাম আমেরিকা কিভাবে টাকা খাটিয়ে কমুনিজমকে আটকেছে। প্রশ্ন উঠবে সেটা কি খুব বাজে কাজ ছিল? কমুনিউস্টরা যে ভাবে দেশের মানুষদের গরু ছাগলের খোঁয়ারে পরিনত করেছিল, তাতে বলতেই হচ্ছে, নিজেদের স্বার্থের জন্য করলেও, আখেরে লাভই হয়েছে।

আজই খবর বেরিয়েছে, সুটকেস ভর্তি টাকা দিয়ে ইন্দিরা সরকারকে কিনেছিল ক্রেমলীন। অর্থাৎ ঠান্ডা যুদ্ধের সময় আমেরিকার খেলা, রাশিয়াও খেলেছে!

http://www.anandabazar.com/18bdesh1.htm

কোরিয়ার যুদ্ধ (১৯৫০-৫৩):

১৯৪৮ সালের আগস্টমাসে আমেরিকা দক্ষিন কোরিয়াকে আলাদা করে উত্তর কোরিয়া থেকে। নাম হয় রিপাবলিক ওফ কোরিয়া। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন সকাল ১১টাই আক্রমন করে রাশিয়ান মদত পুস্ট উত্তরকোরিয়ান কমুনিউস্ট DPRK। পরের দিন পতন হয়, তৎকালীন দক্ষিন কোরিয়ার ইজুংবু। প্রেসিডন্ট সিংম্যান রী সেওল ছেরে তেজোনের উদ্দেশ্যে পালান। ২৮শে জুন রাত ২:১৫র সময় হান নদীর তীরে পৌঁছে যায় কমুনিউস্ট ফৌজ এবং সেই রাতেই ব্রীজের দ্বায়িত্বে থাকা প্রায় ৫০০ জন দক্ষিন কোরিয়ান ইঞ্জিনিয়ারকে হত্যা করা হয়, যা ছিল জেনেভা কনভেনশন বিরোধী। কমুনিউস্টদের হাতে সিওলের পতন যখন আসন্নপ্রায়, ২৯শে জুন, হ্যারিট্রুমানের নির্দেশে ৫০৭ এয়ারবর্ণ ব্যাটেলিয়ান সুওনে আক্রমন শুরু করে। যুদ্ধের প্রথমে রাশিয়ান ট্যাঙ্ক T34 এর হাতে নাস্তানাবুদ হয় আমেরিকান ট্যাঙ্ক M4। ৫ই জুলাই, পয়েংটাকে যুদ্ধ আমেরিকান ইতিহাসের এক কলঙ্কময় দিন। ৫২ তম আর্টিলারী এবং ২১তম ইনফান্টারী ডিভিশন ৪ঠা জুলাই ওশান শহরের ২ ১/২ মাইল দূরে ৭৫mm HEAT (High Explosive Anti Tank) গান নিয়ে দুর্ভেদ্য ডিফেন্স তৈরী করে। উদ্দেশ্য অপ্রতিরোধ্য আগুয়ান T34 । গোটা পৃথিবী তখন তাকিয়ে আছে রাশিয়ান বনাম আমেরিকান প্রযুক্তির লড়াইয়ে। ৫ই জুলাই সেই দিন এল। ৩৪ টি রাশিয়ান T34 ট্যাঙ্ক আমেরিকান ডিফেন্স চীরে বেড়িয়ে এল। HEAT গানের শেল T34 এর উপর বর্ষিত হল বটে, কিন্তু উচ্চপ্রযুক্তির রাশিয়ান স্টীলকে ভেদ করতে পারল না। ৩৪ টি ট্যাঙ্কের একটিকেও আমেরিকা ধ্বংশ করতে পারে নি। উলটে আমেরিকার প্রতিটি সৈনিক প্রাণ হারায়। এর পরে ২৩শে জুলাই ওনডঙের যুদ্ধ পর্যন্ত আমেরিকা হারতে থাকে। ওনডঙের যুদ্ধে আমেরিকা প্রথম ধ্বংশ করতে সমর্থ হয় তিনটি T34। রক্ষা করে পুশান-সেওল হাইওয়ে। এর পরের এক সপ্তাহ প্রচন্ড যুদ্ধের পর, ৩শে আগস্ট ওনডঙের যুদ্ধে কমুনিউস্টদের প্রথম পরাজয় হয়।

এর পরেও প্রচন্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৫১ সালের, ৪ঠা এপ্রিল সিওল কমুনিউস্টদের কাছ উদ্ধার করা হয়। ১২ই এপ্রিল, ১৯৫১তে প্রথম সরাসরি আকাশ যুদ্ধ হয় ৪০ টি মিগ-১৫, পাঁচটি বি-২৯ বোম্বার আক্রমন করলে। মিগ-১৫ তখনকার সময়ের সর্বাধিক দ্রুতগামী জেট প্লেন। কিন্তু বি-২৯ এর গানের নিঁখুত ডিজাইন, এ যাত্রায় ১৫টি মিগকে ঘায়েল করে। দুটি বি-২৯ও ঘায়েল হয়। ৩০শে নভেম্বরের ৩১ টি সাবরে ফাইটার DPRK এয়ারফোর্স ধ্বংশ করে।১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধ শেষ হয়।

যুদ্ধে প্রায় ৩৫,০০০ আমেরিকান সেনা মারা যায়। আহত হয় প্রায় এক লাখ।

গনতন্ত্র রক্ষায় এটাই আমেরিকার বিশুদ্ধতম যুদ্ধ। এখানে তেল জলের গন্ধ ছিল না! এই যুদ্ধে আমেরিকা বুঝতে পারে সামরিক প্রযুক্তিতে রাশিয়া এগিয়ে গেছে। জেট বিমান মিগ-১৫ ওই সময় ঘন্টায় প্রায় ৭০০ মাইল বেগে উড়ত। সেখানে আমেরিকার প্রপেলার F-51 মেরে কেটে ৪৫০ মাইল তুলতে পারত। আমেরিকার জেট প্রযুক্তি এগোচ্ছিল শামুকের গতিতে। লকহীডের প্রথম জেট F-80, ৫৮৬ মাইল স্পীড তুলতে পারত। ১লা নভেম্বর , ১৯৫০ সালে মিগ-১৫ বনাম F-80 এর প্রথম ডগ ফাইট হয়। কেও হতাহত হয় নি। কিন্তু মিগের আডভ্যান্টেজ নিয়ে আমেরিকা চিন্তায় পড়ে। ফল স্বরূপ ১৯৫১ সালে F-86 সাবরের নতুন মডেল এনে আক্রমন করা হয়-যার স্পীড মিগের কাছাকাছি, কিন্তু কন্ট্রোল অনেকগুন উন্নত ছিল। সাবরের হাতেই মিগ-১৫ এর পতন হয়।

ভিয়েতনামঃ

দক্ষিন কোরিয়া যদি বিশুদ্ধতম উদাহরন হয়, ভিয়েতনাম গনতন্ত্র রক্ষায় আমেরিকার নিকৃষ্টতম এবং ধিক্কারজনক উদাহরন। যারা মনে করেন হো চি মিনের অগনতান্ত্রিক কমুনিউজমের বিরুদ্ধে এটি আমেরিকান স্বার্থত্যাগ, তাদের প্রথমেই জানা উচিত, হো চি মিন কমুনিউস্ট ছিলেন বটে কিন্তু ১৯৪১ সাল থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জাতীয়তাবাদী ’ভিয়েতনিম’ আন্দোলনে। ১৯৪১ সালে, ভিয়েটনিম কমুনিজম আন্দোলন ছিল না। ফ্রান্সের কমুনিউস্ট পার্টি ১৯৪৬ সালে প্যারিসে ক্ষমতায় এলে, ফ্রান্স ভিয়েতনামের উপনিবেশ ছেড়ে চলে যেত। সেটা হল না, কারণ আমেরিকার ব্যবসায়ী স্বার্থ। হো চি মিনের ’ভিয়েটনিম’নিজের দেশকে মুক্ত করার জন্য সাহায্য পেল রাশিয়ার কাছ থেকে। কেও কি আর বিনা পয়সায় কিছু দেয়? এতেব, আমেরিকার ব্যবসায়ী স্বার্থরক্ষার খাতিরে জাতিয়তাবাদী ভিয়েতনিম আন্দোলন বাধ্য হল কমুনিউজমে রূপ নিতে। এবং শুরু হয় আমেরিকার চিরচারিত গনতন্ত্র গেল গেল রব!

[চলবে]